দৈনিক ইনকিলাব

APR. 12 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সম্পাদক সমীপে

সত্যিই কি দ্বিতীয় শিফটের প্রয়োজন আছে?

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় শিফট চালু করতে চাইছে এটা ভাল পরিকল্পনা। কিন্তু সত্যিই কি দ্বিতীয় শিফট চালুর প্রয়োজন আছে? কেননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যেসব ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত তাদেরই নিয়মিত পরীক্ষা ও ক্লাস নিতে পারে না ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। এক ইয়ারের পরীক্ষা অন্য ইয়ারে নেয়া হচ্ছে; পরীক্ষার আগে এক সপ্তাহে টিউটোরিয়াল সব পরীক্ষা নেয়া হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিফট চালুর মাধ্যমে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলে সেশনজট বাড়বে বৈ কমবে না। খোদ কর্তৃপক্ষের ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখা উচিত। দ্বিতীয় শিফটে ক্লাস শুরু হবে দুপুর সাড়ে ৩টায় এবং শেষ হবে রাত সাড়ে ১১টায়। দ্বিতীয় শিফটে যারা পড়বে তাদের প্রত্যেককে তো আর হলে স্থান দেয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে অনেককেই ক্লাস শেষে বাসায় ফিরতে হবে এবং বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে ১২টা বাজবে তাতে সন্দেহ নেই। যেসব ছাত্রী বর্তমানে অধ্যয়নরত তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যেখানে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয় সেখানে রাতের শিফটে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের এমনকি ছাত্রদের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করবেন কর্তৃপক্ষ তা বোধগম্য নয়। প্রাইভেট ভার্সিটিগুলোর মতো সব ব্যয়ভার ছাত্রছাত্রীদের বহন করতে হবে। ঐ শিফটে একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হলে প্রায় এক লাখ টাকা দিতে হবে এবং মাসিক বেতন দিতে হবে সাড়ে তিন হাজার টাকা। এত টাকায় নিশ্চয়ই কোন নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হবে না। ঐ শিফটে যে শুধু ধনী অভিভাবকের সন্তানরা অধ্যয়ন করবে এটা নিশ্চিত। যদি তাই হয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে যে সুনাম আছে দেশে ও দেশের বাইরে পরবর্তী সময়ে তাও থাকবে না। যারা প্রকৃত মেধাবী তারা কিন্তু ঠিকই নিজের যোগ্যতাবলে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠে পড়াশুনা করছে এবং আগামীতেও করবে। প্রাইভেট ভার্সিটিগুলোতে যেমন মেধার চেয়ে অর্থের দাপটই প্রাধান্য পাচ্ছে, ঢাঃবি'র দ্বিতীয় শিফটও তাই হবে, সেটা নিশ্চয়ই দেশের শিক্ষিত সমাজ চান না এবং চাওয়া উচিতও নয়। দ্বিতীয় শিফট চালু হলে প্রকৃত মেধাবী ছাত্ররা কিন্তু ঐ শিফটে পড়ার সুযোগ পাবে না। কারণ, বেশীর ভাগ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীই গরীব। রাতের শিফটে যেসব শিক্ষক ক্লাস নেবেন তারা প্রথম শিফটের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কতটুকু শ্রম দিতে পারবেন তা ভাবার বিষয় বলে আমি মনে করি।

–মোঃ সামছুল হুদা সোহেল,
ছাত্র, ধানমণ্ডি 'ল' কলেজ, ঢাকা।